গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালক,
কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প

এবং

প্রধান প্রকৌশলী,
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ০১, ২০১৯ হতে জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

- কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্পের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
- **উপক্রমণিকা**
- **সেকশন ১** রুপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দ্যেশ্য সমূহ এবং কার্যাবলি
- **সেকশন ২** অগ্রাধিকার, কৌশলগত উদ্দ্যেশ্য, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ, কার্যক্রম
- **সংযোজনী ১** শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)
- **সংযোজনী ২**: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ ,বাস্তবায়নকারী দপ্তর ও সংস্থা সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি
- **সংযোজনী ৩**: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয় / দপ্তর / সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা

কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্পের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of Performance of The Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project)

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর মানসম্পন্ন, নিরাপদ ও টেকসই মহাসড়ক এবং সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে "কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন " প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক (এন-১) এর যানজট নিরসন এবং চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের দ্রুত সড়ক যোগাযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতুর পাশে ৪-লেন বিশিষ্ট শীতলক্ষ্যা, মেঘনা ২য় ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহের পুনর্বাসনের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির পর ০৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে নোটিশ টু কমেন্স প্রদান করা হয়। ২০১৬ সনের প্রথম ভাগে ঠিকাদার প্রকল্পের মোবিলাইজেশন কার্যক্রম যথাঃ সাইট অফিস, ল্যাবরেটরি, স্ট্যাক ইয়ার্ড, ওয়ার্কশপ, দেশী/বিদেশী প্রকৌশলী/বিশেষজ্ঞ গণের বাসস্থান ইত্যাদি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। এরপরে নতুন সেতুর ভিত্তি নির্মানের কাজ শুরু হয়। চুক্তি অনুযায়ী নতুন তিনটি সেতুর মধ্যে শীতলক্ষ্যা সেতুর (কাচপুর ২য় সেতু) নির্মান কাজ ৩৬ মাস তথা জানুয়ারি ২০১৯ এবং মেঘনা ২য় এবং গোমতি ২য় সেতুর নির্মান কাজ ৪২ মাস তথা জুলাই ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করার কথা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তিনটি নতুন সেতুর নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে নবনির্মিত তিনটি সেতু যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। শীতলক্ষ্যা সেতুর (কাচপুর ২য় সেতু) চট্টগ্রাম প্রান্তে ফ্লাইওভার নির্মান, পুরোন সেতুগুলো পুনর্বাসন এর লক্ষ্যে রেট্রোফিটিং, কার্বন ফাইবার স্থাপন সহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মে ২০১৯ পর্যন্ত প্রায় প্রকল্পের প্রায় ৮৮% ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৭ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় ৪৮৬০ কোটি টাকা (৫৭.২৭%) এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ব্যয় ৯৫৯.১৬ কোটি টাকা (৮৫.৩২%)

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্পে ইউলিটি স্থানান্তর, এবং প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত জাপানী নাগরিকসহ সকল বিদেশী নাগরিকের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তায় সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজের মান রক্ষায় যথাযথ পরিকল্পনা, তদানুযায়ী অবকাঠামোর নক্সা প্রণয়ন, গুনগত মান সম্পন্ন নির্মাণ কাজ ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতার সমন্বয় করে কাজের গুনগত মান নিশ্চিত ও নির্মাণ সময় সীমিত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

জনসাধারণের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প নির্মাণ কাজ সম্পুর্নরুপে সম্পন্ন হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের যানজট নিরসন হবে এবং বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের সাথে রাজধানী ঢাকার সড়ক যোগাযোগ আরো দ্রুত এবং উন্নত হবে। ফলে দেশের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা / সড়ক নেটওয়ার্ক একধাপ এগিয়ে যাবে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- প্রকল্পের কাজের শতকরা একশ (১০০%) ভাগ ক্রমপুঞ্জীভূত বাস্তব অগ্রগতি অর্জন।
- কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী বিদ্যমান সেতু সমুহের ক্রমপুঞ্জীভূত পুনর্বাসন কাজ শতকরা একশত ভাগ সম্পন্ন করা।
- নতুন সেতু সমুহের এপ্রোচ সড়ক এর ক্রমপুঞ্জীভূত কাজ শতকরা একশত ভাগ সম্পন্ন করা।
- প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত বিদেশী পরামর্শক, প্রকৌশলী, টেকনিশিয়ানগণের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

উপক্রমণিকা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে –

প্রকল্প পরিচালক, সওজ, কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর,

এর মধ্যে ২০১৯ সালের জুন মাসের ১৮ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :

সেকশন ১:

রূপকল্প,(Vision) অভিলক্ষ্য(Mission) , কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প(Vision)

আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ।

১.২ অভিলক্ষ্য(Mission)

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নিরাপদ, ব্যয়সাশ্রয়ী, মানসম্মত, এবং পরিবেশবান্ধব সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:(Strategic Objectives)

১.৩.১ 'কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প'-এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

২. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন

৩. দক্ষতার নৈতিকতার উন্নয়ন

৪. তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি:(Functions)

১. শীতলক্ষ্যা নদীর উপর চার লেন বিশিষ্ট ৩৯৭.৩ মিটার দীর্ঘ শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ ও বিদ্যমান সেতুর পুনর্বাসন এবং চার লেন বিশিষ্ট ৭০৩.৫ মিটার এপ্রোচ সড়কসহ কাঁচপুর প্রান্তে ফ্লাইওভার ও ইন্টারসেকশন নির্মাণ;

২. মেঘনা নদীর উপর চার লেন বিশিষ্ট ৯৩০.০ মিটার দীর্ঘ মেঘনা ২য় সেতু নির্মাণ ও বিদ্যমান সেতুর পুনর্বাসন এবং চার লেন বিশিষ্ট ৮৭০.০ মিটার এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ;

৩. গোমতী নদীর উপর চার লেন বিশিষ্ট ১৪১০.০ মিটার দীর্ঘ গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ ও বিদ্যমান সেতুর পুনর্বাসন এবং চার লেন বিশিষ্ট ১০১০.০ মিটার এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ, এবং

৪. সেতু পরিদর্শন যান (Bridge Inspection Vehicle) ক্রয়।

সেকশন ২

কৌশলগত উদ্দেশ্য ,অগ্রাধিকার ,কার্যক্রমকর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ,

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন (ক্রমপুঞ্জিত)				লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০ (Target /Criteria Value for FY 2019-2020)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০২১-২২
						২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
										১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮			৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ																
১. মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;	৮০	**১.১ কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন**	**[১.৬.১] বাস্তবায়িত কেএমজি প্রকল্প**	**শতাংশ**	**৮০**	**১.৯৫**	**২০**	**৪৫**	**৯০**	**১০০**	**৯৯**	**৯৮**	**৯৭**	**৯৬**	--	--
		বিভাজন	১.১.১ Sub-structure (ক্রমপুঞ্জিত)	শতাংশ	৪৫	-	৩০	৮৫	১০০	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	-	-
			১.১.২ Super-Structure (ক্রমপুঞ্জিত)	শতাংশ	৩০	-	-	২২	১০০	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	-	-
			১.১.৩ Approach Road (ক্রমপুঞ্জিত)	শতাংশ	৫	-	১০	৩৫	১০০	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	-	-

আমি, আবু সালেহ মোঃ নুরুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, সওজ, কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প, হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে ,এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি , ইবনে আলম হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, হিসেবে প্রকল্প পরিচালক, সওজ, কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে ,এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

A.S.M. Nurujjaman 10.06.2019

প্রকল্প পরিচালক
কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ
এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প

তারিখ

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

১৮/০৬/২০১৯

তারিখ

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

এডিপি	: এ্যানুয়াল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম
MTBF	: Mid Term Budgetary Framework
IMED	: Implementation Monitoring and Evaluation Division
SPSP	: Steel Pipe Sheet Pile
SCC	: Steel Concrete Composite

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহবাস্তবায়নকারী মন্ ,ত্রণালয়সংস্থা এবং পরিমাপ/বিভাগ/ পদ্ধতিএর বিবরণ-

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তরসংস্থা/	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প	বাস্তবায়িত কেএমজি প্রকল্প (ক্রমপুঞ্জিত)	প্রকল্পের কাজের ১০০% ক্রমপুঞ্জীভূত বাস্তব অগ্রগতি অর্জন।	কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প	*সরেজমিন পরিদর্শন এবং মাঠপর্যায়ের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন*	
বিভাজন	১.১.১ Sub-Structure	শীতলক্ষ্যা, মেঘনা এবং গোমতী ২য় সেতুসমূহের *RC Bored Pile* ও *Steel Pipe Sheet Pile (SPSP)* স্থাপন, পাইল ক্যাপ নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুর ভিত্তি পুনির্বাসন	কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প	*সরেজমিন পরিদর্শন এবং মাঠপর্যায়ের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন*	
	১.১.২ Super-Structure	শীতলক্ষ্যা, মেঘনা এবং গোমতী ২য় সেতুসমূহের *Narrow Box Girder Super-structure* এবং *SCC Deck slab* নির্মাণ	কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প	*সরেজমিন পরিদর্শন এবং মাঠপর্যায়ের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন*	
	১.১.৩ Approach Road	শীতলক্ষ্যা, মেঘনা এবং গোমতী ২য় সেতুসমূহের জন্য ৪-লেন *Approach* সড়ক নির্মাণ	কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প	*সরেজমিন পরিদর্শন এবং মাঠপর্যায়ের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন*	

সংযোজনী- ৩: অন্য মন্ত্রণালয় সংস্থার নিকট/বিভাগ/প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট দপ্তরের চাহিদা	চাহিদাপ্রত্যাশার যৌক্তিকতা/	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদার মাত্রা উল্লেখ করুন	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
আইন প্রয়োগকারী সংস্থা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	বিদেশী নাগরিকের নিরাপত্তা প্রদান	বিদেশী নাগরিকের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য পুলিশ, আনসার নিয়োগ	বিদেশী নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি সংস্থা হিসেবে বিদেশী নাগরিকের নিরাপত্তা বিধানের পূর্ণ দায়িত্ব	কর্মসম্পাদন সূচক বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হতে পারে